REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ⁄১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ⁄০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে নিজে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞাপন দাতাগণের নিকট পরেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৴১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ⁄০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

৮ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২৫শে শ্রাবণ বুধবার ১৩২৮, ইংরাজী 10th August 1921. | ১৩শ সংখ্যা।

দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে—বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। মহিলাকুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর-বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থমন্য হয়েন।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শক্ত মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ৷৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸০ বার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহাষ্টি। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকারীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্ট" রমণীরক্ষক হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি	...	১৷০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল	...	৷৵০ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোং

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

হিলিংবাম

গত ২৭ বৎসরের পরীক্ষায় **সর্ব্বপ্রকার** মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিং ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চারি জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইঁহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এস, আর, সি, পি, এস,আর, সি, এস, এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২৷০
" " ছোট শিশি ১৸০

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ, গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে গরম পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত, সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

বিজ্ঞাপন।

—:o:—

জঙ্গিপুর সার্ভে ট্রেণিং স্কুল বা সেটেলমেণ্ট জরিপ শিক্ষার বিদ্যালয়।

আমরা মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরে একটী সার্ভে ট্রেণিং স্কুল খুলিবার মানস করিয়াছি। উক্ত স্কুলে প্লেন টেবল জরিপ ও থানাপুরির কার্য্য এবং জমিদারী কার্য্যের জন্য বাঙ্গালা কোম্পাস সার্ভে শিক্ষা দেওয়া হইবে। অল্প লেখা পড়া যাহারা জানেন তাহারাও ভর্ত্তি হইতে পারিবেন। আগামী ২৩শে ভাদ্র স্কুল খোলা হইবে। ভর্ত্তিকালিন ভর্ত্তি ফি ও বেতন বাবত ১৪৲ লাগিবে, শিক্ষা করিতে দুই মাসের বেশী সময় লাগে না। বিশেষ নিয়মাবলীর জন্য হেড মাষ্টার মহাশয়ের নিকট আবেদন করুন।

শ্রীরমানাথ চক্রবর্ত্তী হেড মাষ্টার

সাঁইথিয়া সার্ভে ট্রেণিং স্কুল (বীরভূম)

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদবিধু জানা পরাচিংড়া সার্ভে পরীক্ষা সমিতির সম্পাদক। পোঃ কাজলাগড় ; জেলা মেদিনীপুর।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২৫শে শ্রাবণ বুধবার ১৩২৮ সাল।

বৃষ্টি।

—•—

গত পূর্ব্ব সপ্তাহে বৃষ্টি হওয়ায় আবাদের কার্য্য চলিতে আরম্ভ হইয়াছিল। মধ্যে একটু জলের অনাটন হইয়াছিল বটে কিন্তু প্রত্যহ সামান্য সামান্য বৃষ্টি হইতেছে বলিয়া রোপিত ধান্যের জীবন রক্ষা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই হইল জঙ্গিপুরের নিকটস্থ রাঢ়ের বৃষ্টি সংবাদ। বীরভূমের অনেক স্থানে এখনও বৃষ্টি হয় নাই। কৃষকগণ হাত গুটাইয়া বসিয়া অদৃষ্টের দৌড় দেখিতেছে।

শ্রাবণের ভাগীরথী।

—•—

পূর্ব্বে এই শ্রাবণ মাসে মা গঙ্গা তীর অতিক্রম করিয়া নিকটস্থ দেশকে প্লাবিত করিতেন। গত কয়েক বৎসর বন্যা খুব সামান্যই হইয়াছিল। এবারে গঙ্গার জল নদীর তলায় পড়িয়া আছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ডাক্তার বেণ্টলী সাহেব প্লাবন দ্বারা ম্যালেরিয়া নিবারণ করিবার জন্য জঙ্গিপুরের উভয় পারে যে নালা কাটাইয়া ছিলেন, এবার গঙ্গা দেবী সরকারী হুকুম মান্য করিয়া সে খালে প্রবেশ করেন কিনা সন্দেহ। সে দিন এই ড্রেন দেখিবার জন্য সহকারী সেনেটারী ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আসিয়াছিলেন। আসিলে কি হইবে মা গঙ্গা বুঝি আর খালে ঢোকেন কি না? আগামী ২৪শে আগষ্ট বঙ্গের লাট সাহেব বাহাদুরের মুর্শিদাবাদ আগমনের কথা আছে। তিনি তাঁহার নাম-

জুজুর ভয়।

—:o:—

ছেলে বেলায় জুজুর ভয় কর্‌তে সবাই আগে।
এখন দেখ্‌ছি এক এক জুজু এক এক জনের ভাগে।
পোয়াতির জুজু পেঁচো যদি পেয়ে বসে ছেলে।
ছাত্রের জুজু শিক্ষক মশায় প্রহার দিবে বলে।
শিক্ষকের জুজু সেক্রেটারী চাকরী যদি খায়।
চোরের জুজু পুলিশ যদি মাল শুদ্ধ পায়।
পুলিশের জুজু বড় সাহেব কৈফিয়তের চোটে।
আমলার জুজু হাকিম বাবু যদি উঠেন চ'টে।
খাতকের জুজু মহাজন টাকা ধারে যার।
মহাজনের জুজু 'ইনকম ট্যাক্সের এসেসার।'
প্রজার জুজু জমিদার যার মহালে বস্তি।
জমিদারের জুজু হচ্ছে 'কালেকটারী'র কিস্তি।
কয়েদীর জুজু ওয়ার্ডার টানায় ব'লে ঘানি।
গাধার জুজু মোট চাপিয়ে ধোপা আর ধোপানি।
হাতীর জুজু মাহুত মাথায় ডাঙ্গস মারে ব'লে।
বলদের জুজু চাষা যখন জুড়ে দেয় লাঙ্গলে।
বৌয়ের জুজু শ্বাশুরী ননদ দিয়ে দাঁত খিচুনি।
স্বামীর জুজু জেনে রেখো প্রখরা গৃহিনী।
উকীলের জুজু জজ সাহেব 'ডিসবার' করার ডরে।
অল্প বিস্তর জুজুর ভয়টা কোন্ লোকে না করে?

জাদা রোটাসেই মোহানা দিয়া ভাগীরথী প্রবেশ করিবেন এইরূপ বন্দোবস্ত আছে। বর্ত্তমানে নদীতে যে জল আছে রোটাস সে জলে চলিবেনা বলিয়া বোধ হয়। দেখুন বঙ্গেশ্বর ভাগীরথীর অবস্থা। তাঁহাকে এক দিনের অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে আর আমরা ভাগীরথীর তীরবাসী চিরদিন এই অসুবিধা ভোগ করিতেছি। গ্রীষ্মে পানীয় সরবরাহ করা গঙ্গার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়াছে। সরকারী কিস্মতে এই নদীর কোন গতি করিবার উপায় নাই কি?

চাকরীর মোহ।

—:o:—

আমরা অবগত হইলাম, মেদিনীপুর কালেকটারীতে একটী এপ্রেণ্টিশের পদ খালি হওয়ায় তৎস্থলে ৪৯ জন পাশ করা শিক্ষিত যুবক ঐ পদপ্রার্থী হইয়া দরখাস্ত করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে এফ-এ, বি-এস সি, ইত্যাদির সংখ্যাও কম ছিল না। এই পদপ্রার্থীদের পরীক্ষা লওয়ার ব্যবস্থা হওয়ায় সকলেই দোয়াত কলম লইয়া পরীক্ষা দিতে বসিয়াছিলেন। ইহাতে সকলেই বুঝুন যে. আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতিটা কেমন সুফল প্রসব করিয়াছে। যে শিক্ষা কেবল মানুষকে চাকরী ছাড়া অন্য কোন প্রকার স্বাধীন জীবিকার্জ্জন কার্য্যের উপযোগী করিয়া তুলিতে পারে না, তাহার যে আমূল পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক, দেশের চিন্তাশীল বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই এক বাক্যে স্বীকার করিতেছেন। দেশের লোকের এ মোহ না ঘুচিলে যে দেশের দৈন্য দুর্গতি দূর হইবার নহে, এ কথা কে অস্বীকার করিতে পারে।

নীহার।

বোম্বাইয়ে বিদেশী বস্ত্র যজ্ঞ।

—•—

গত ১লা আগষ্ট বোম্বাই সহরের বিস্তর কল এবং শেয়ার ও তুলার বাজারও বন্ধ ছিল। অশোক স্বদেশী ষ্টোরে চরকা প্রদর্শনী হইয়াছিল। এই ষ্টোরে চারি পাঁচটী চরকায় সূতা কাটা হইতেছিল। সন্ধ্যাকালে এলফিনষ্টোন মিলের নিকট রাশি রাশি বিদেশী বস্ত্র, জামা, টুপি এবং ছাতা প্রভৃতি অগ্নিসংযোগে দাহ করা হইয়াছিল। এই অগ্নিকাণ্ড দেখিবার জন্য বহুসংখ্যক লোক পদব্রজে, ট্রামে ও ট্রেণ প্রভৃতি যোগে ঘটনাস্থলে আসিয়া সমবেত হইয়াছিল। কথা ছিল শ্রীযুক্ত গান্ধি অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটার সময় এই বিদেশী বস্ত্রপুঞ্জে অগ্নি সংযোগ করিবেন; কিন্তু তাঁহার আসিতে প্রায় সাতটা বাজিয়া যায়, তিনি আসিয়াই এই সকল বস্ত্রাদিতে অগ্নিসংযোগ করেন। আগুন ধূ ধূ জ্বলিয়া উঠে। ঘটনাস্থলে লালা লাজপৎ রায়, শ্রীযুক্ত সি, আর, দাস, আলি ভ্রাতৃদ্বয়, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, পণ্ডিত রামভূজ দত্ত চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত বিজয় রাঘবাচারিয়ায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন উপলক্ষে বোম্বাই গমন করিয়াছেন।

বিস্তর স্ত্রীলোকও এই অগ্নিকাণ্ড দেখিতে গিয়াছিলেন। যে বেষ্টনীর ভিতর এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, সেই বেষ্টনীতে স্তূপীকৃত বিদেশী বস্ত্রাদির গাদী পাঁচ হাতেরও উপর উঁচু হইয়াছিল। এই দিনই শ্রীযুক্ত গান্ধি খাদি বস্ত্রের এক প্রদর্শনীও করিয়াছিলেন। প্রদর্শনী স্থলে কুড়িটী দোকান বসিয়াছিল। এই সকল দোকানে হাতে তৈয়ারি সূতা প্রভৃতি দোকানে হইয়াছিল। প্রদর্শনী স্থলে শ্রীযুক্ত গান্ধি, পণ্ডিত মালব্য ও নেহরু, আলি ভ্রাতৃদ্বয় এবং লালা লাজপৎ রায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

কমিশনার পদপ্রার্থী মুচি।

—:০:—

আজিমগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটীর গত সভ্য নির্ব্বাচনে শ্রীযুক্ত ছেছু চর্ম্মকার নামক জনৈক ধাত্রীতনয় পদপ্রার্থী হইয়াছিলেন। শুনিলাম আশানুরূপ ভোট না পাওয়ায় নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই॥ আবার বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটীর গোরাবাজার ওয়ার্ডে মোহন চামার নামক অন্য একজন ছেতুর স্বজাতি উক্ত ভদ্রজনদুর্ল্লভ ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ-বাঞ্ছিত পদ লাভের জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন। জানিনা ইহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য নেপথ্যে কোন শিক্ষিত মহাত্মা আছেন কিনা। যদি থাকেন তবে তাহাদিগকে বলি—পর্দ্দার মধ্যে কাজ করা মর্দ্দার কাজ নয়, সামনা সামনি লাগুন নচেৎ পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। চামার বা ডোমকে দাঁড় করান খুব মহাপাপ নহে, যেমন মহাপাপ অবৈতনিক কার্য্যে দাঁড়াইয়া বৈতনিক অপেক্ষা অধিক লাভ করা।

বর্ষায় বসন্ত।

—০—

এ বসন্ত সে বসন্ত নয়, সে বসন্তে কোকিল ডাকে, মলয় বয়, ইহা সেই ভীতিপ্রদ প্রাণ-সংহারক বসন্তব্যাধি। এ বৎসর বারমেসে হইয়া জঙ্গিপুরের আশে পাশে ঘুরিতেছে। আজও থানা মির্জ্জাপুরের অন্তর্গত রাণীনগর গ্রামে এক বাড়ীতে দুটী তিনটী রোগী পড়িয়া আছে। তবে রোগী একটু সুস্থ আছে জীবনের ভয় নাই।

কলেরা।

—০—

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে দুই তিন জনের কলেরা রোগ দেখা গিয়াছে। ইতিমধ্যে রঘুনাথগঞ্জে একটী মহাপ্রাণী কাল কবলে পতিতও হইয়াছে। যা করেন ভগবান।

বাঙ্গালী ছাত্রের ভণ্ডামি।

—:০:—

গত বৎসর পৌষ পার্ব্বণের দিন বাংলা দেশে সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য কলেজের ছেলেরা কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসে। পরে অন্যান্য কলেজের ছাত্ররাও তাহাতে যোগ দেয়। অতঃপর কলেজ স্কোয়ার, মীর্জ্জাপুর পার্ক, হ্যালিডে পার্ক প্রভৃতিতে স্কুল কলেজ বয়কটের বড় বড় সভা, লম্বা লম্বা বক্তৃতা ও ঘন ঘন করতালির ধুম পড়িয়া যায়। ব্যাপার দেখিয়া কলেজ সমূহের অধ্যক্ষগণ নিজ নিজ কলেজ কিছু কালের জন্য বন্ধ করিয়া দেন। হুজুক প্রিয় ছেলেরা এই অবসর পাইয়া নৃত্য করিতে থাকে। এই সময়ে অনেক ছাত্র প্রকাশ্য সভায় প্রতিজ্ঞা করে ও প্রতিজ্ঞাপত্রে এই মর্ম্মে স্বাক্ষর করে যে, অতঃপর আর তাহারা সরকারী সংশ্রবযুক্ত বিদ্যালয়ে (গোলাম খানায়) বিদ্যাভ্যাস করিতে যাইবে না। অনেক চতুর ছাত্র এই সময়ে খবরের কাগজে নাম স্বাক্ষর করিয়া এই মর্ম্মে পত্র লেখে যে, তাহারা গোলামখানা বর্জ্জন করিয়াছে এবং অনেক পরীক্ষার্থী ছাত্র প্রতিজ্ঞাপত্রে এই বলিয়া স্বাক্ষর করে যে তাহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উপস্থিত হইবে না। যাহারা পরীক্ষার দক্ষিণা দাখিল করিয়াছিল, এমন অনেকেও ঐরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

কিন্তু ১৫।২০ দিন পরে যখন কলেজগুলি খুলিল, তখন দেখা গেল, যে সব ছাত্র আগে প্রতিজ্ঞ বদ্ধ হইয়াছিল, তাহারাই সর্ব্বাগ্রে কলেজের লেকচার রুমে সুবোধ বালকের মত ঢুকিতেছে। তারপর যখন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা আরম্ভ হইল, তখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছেলেরাই আগে গিয়া পরীক্ষা মন্দিরে আসন গ্রহণ করিল। আই এ, আই এস সি, বি এ, বি এস সির পরীক্ষার্থীগণ সম্বন্ধেও ঐ কথা। যাঁহারা এত দিন গোলামখানা বর্জ্জন করিবার জন্য গলা ফাটাইতে ছিলেন, তাহারাই এখন চুপে চুপে পরীক্ষা কেন্দ্রে হাজির হইয়া খাতা কলম লইয়া বসিয়া গেলেন।

ইহারই নাম 'ভাবের ঘরে চুরি,' insincerity (কপটতা) বা (uypocricy) ভণ্ডামি)। বর্ত্তমান ভারতের সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াগিয়াছেন, চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কাজ হইতে পারে না।' যে জাতির আশা ভরসাস্থল উদীয়মান যুবক সম্প্রদায় Young Bengalএর এতটুকু আত্মমর্য্যাদা নাই—সে জাতির উত্থান কি সুদূরপরাহত নহে? এবারকার আন্দোলনে যুবক কম—একথা দেশের অভিজ্ঞ নেতৃবর্গ বলিতেছেন। সাময়িক উত্তেজনার মূল্য বেশী নয়। স্থায়ী উত্তেজনাই কাজের সূচনা করে। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছাত্রেরা আজ গেজেটে নাম দেখিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া আবার গোলামখানার দিকে দ্রুত ছুটিতেছে। কেহ বা সরকারী চাকরীর লোভে ঘুরিতেছে। তাহাদের প্রতিজ্ঞাপত্র সকল আজ যেন ভারত মহাসাগরে ভাসিতেছে।

ওগো কে আছ এই ভণ্ডের দলকে ফিরাও।

(সময়)

কেবল দেড় টাকায়
প্রত্যেকেরই নিত্য প্রয়োজনীয়

নিম্নলিখিত ৬ দফার যে কোন জিনিষ পাইবেন।
এক সঙ্গে ৬ দফা জিনিষ ৮৲ টাকায় পাইবেন।

PAID:
URGENT.
DUPLICATE.
CANCELLED.
BOOK-POST.
REPLIED.
COPIED.
REGISTERED.
REFUSED.
Original.
Reference No.
STAMPED.

১। ওয়ার্ড ষ্ট্যাম্প—উপরের নমুনা অনুযায়ী ১২ টি রবার ষ্টাম্প।
২। রবার ষ্ট্যাম্প—বাদামী, গোল, স্কোয়ার ইত্যাদি নানা রকমের fancy ডিজাইনে নাম ও ঠিকানা যুক্ত।
৩। নম্বারিং রবার ষ্ট্যাম্প—ইহাতে ৯৯৯৯ পর্য্যন্ত নম্বর করা যাইবে।
৪। ডেটিং ষ্ট্যাম্প—তারিখ, মাস ও সন বদলান যাইবে।
৫। পকেট প্রেস-A হইতে Z সমস্ত অক্ষর আছে।
৬। পিতলের শিলমোহর-পিতলের হাণ্ডেল যুক্ত রেজেষ্টারী চিঠিপত্রে গালায় ছাপিবার জন্য, কালিতেও ছাপা চলে। নাম বা মনোগ্রাম পাঠাইলে প্রস্তুত হয়।

আর, এন, দত্ত এণ্ড কোং এনগ্রেভার্স
৩৭।৪নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

জবাকুসুম তৈল

গুণে অদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।
৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২॥৵০

দ্রষ্টব্য।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় অদ্য তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া এক গ্রোস জবাকুসুম তৈলের মূল্য ১০৮৲ একশত আট টাকা, ডজনের মূল্য ৯॥০ সাড়ে নয় টাকা ও তিন শিশির মূল্য আড়াই টাক /।০ শিশির মূল্য ৩।০ টাকা ধার্য্য করা হইল। এক শিশির মূল্য এক টাকা রহিল।

কল্যাণ বটিকা

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নবিকার প্রভৃতি উপসর্গ স্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৵০

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৵০

ক্ষুধাবতী

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাতে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১।/

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড
ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ
২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যং পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্॥ ১;
চরক সংহিতা

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক!

৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু ২—স্বাস্থ্য ৩—শক্তি	এই তিনটী জিনিস লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে

এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যাত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে।

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইলেক্ট্রিক স্যালিউসন

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে আত অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১॥০ দেড় টাকা।

সোল এজেণ্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক’নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। “সুরমার” সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই “সুরমার” প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৷৶৹ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি ।৶০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।
রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটিবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভূষণ দে।
রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ॥৵০ দশ আনা

ডাঃ নন্দলাল পাল
রঘুনাথগঞ্জ